ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রভাসের সামনে ফেল শাহরুখ ম্যাজিক!

পৃঃ ৫

অবসরে গিয়ে যা করবেন ধোনি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৫১ ● কলকাতা ● ১০ পৌষ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## শুভেন্দু-সুকান্ততে ভরসা নেই!

# বিজেপির 'শাহী' নির্বাচনী কমিটিতে গুরুত্ব দিলীপ-সহ পুরনোদের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** লোকসভা নির্বাচনের আগে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে বিরাট রদবদল। দলের কোর কমিটি ভেঙে দিয়ে লোকসভার কথা মাথায় রেখে নতুন নির্বাচনী কমিটি গঠন করল গেরুয়া শিবির। তাতপর্যপূর্ণভাবে রাজ্য বিজেপির শাসক শিবিরের চাপে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া দিলীপ ঘোষ ফের ওই কোর কমিটিতে জায়গা পেলেন।

সূত্রের খবর, এই ১৫ জনের কোর কমিটির উপরই থাকবে দলের কৌশল নির্ধারণ এবং প্রার্থী বাছাইয়ের ভার। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের আলাদা আলাদা প্রার্থী তালিকা জমা দেবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। তার পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রার্থী বাছাই করবে।জায়গা পেলেন আরেক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহাও।

বঙ্গ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল বরাবরই শিরোনামে থাকে। বিশেষ করে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন শুভেন্দু-সুকান্ত শিবিরের দাপটে। এমনকী মুরলীধর স্ট্রিটের অফিসে যেভাবে দিলীপদের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও কারও নজর এড়ায়নি। অথচ,

এরপর ৩ পাতায়

## প্রধানমন্ত্রী পদে কারও নাম ঘোষণা নয়,

# মমতার প্রস্তাব খারিজ করলেন পওয়ার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম ঘোষণা নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের মতানৈক্য যেন ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে আসছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এবার প্রকাশ্যেই এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার, সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন।বকলমে মমতার প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন প্রবীণ নেতা। এর আগে মমতার ওই প্রস্তাব নিয়ে বৈঠকে ক্ষোভপ্রকাশ করেন নীতীশ কুমার। পরে রাহুল গান্ধী নিজে ফোন করে নীতীশকে শান্ত করেন। এবার শরদ প্রকাশ্যে সেই প্রস্তাব খারিজ করলেন। অর্থাত মমতার ওই প্রস্তাব নিয়ে ইন্ডিয়ার অন্দরে বিভেদের সুর চড়া হচ্ছে।পওয়ারের স্পষ্ট বক্তব্য, জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণার কোনও প্রয়োজনই নেই।

গত ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন। সূত্রের খবর মমতা বলেন, খাড়গে অভিজ্ঞ রাজনীতিক। তিনি ওবিসি সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা। তাই তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী মুখ করে ২০২৪-এর ভোটে লড়াইয়ের দিকে যাওয়া হোক। তাতে সম্মতি দেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। যদিও ওই বৈঠকেই খাড়গে সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ওই বৈঠকে বলেন, তিনি গরিবের কল্যাণ করতে এসেছেন। এসব চান না। কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, 'আগে ভোটে জিতি তার পর এসব ভাবা যাবে।'খাড়গের সেই সুরই শোনা গেল পওয়ারের গলাতেও। তিনিও বলছেন,

এরপর ৩ পাতায়

## প্রধামন্ত্রীর ইউটিউবে ২ কোটি সাবস্ক্রাইবার,

# ধারে কাছেই নেই অন্য কোনও রাষ্ট্রনেতা

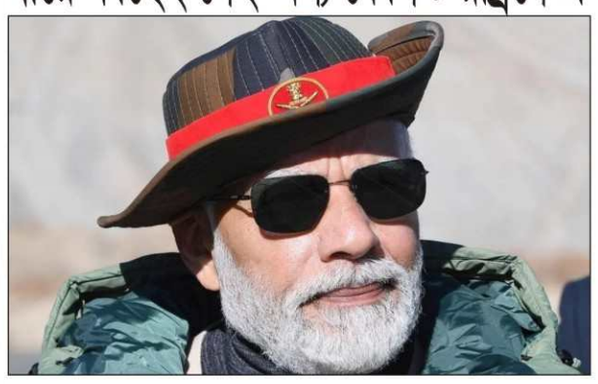

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মোদী ম্যাজিকের ঝলক বার বার দেখা গিয়েছে। শুধু দেশের মাটিতেই নয়, বিদেশের মাটিতেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিশ্মা ও তাঁর জনপ্রিয়তা গোটা বিশ্বে চর্চিত। তাই বিদেশের মাটিতেও স্লোগান ওঠে, 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'। শুধু রাজনীতির পরিসরেই নয়, সোশ্যাল হ্যান্ডেলেও সমান জনপ্রিয়তা প্রধানমন্ত্রী নমোর।

আর ভারতীয় রাজনীতিকদের হিসেব দেখলেও প্রধানমন্ত্রীর ধারেকাছে নেই অন্যরা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৩৫ লাখের কিছু বেশি। অরবিন্দ কেজরীবাল কিংবা তাঁর দল আম আদমি পার্টি, বা তৃণমূল কংগ্রেসের ইউটিউবের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাও অনেকটা পিছিয়ে। শুধু সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাই নয়, ইউটিউবে ভিডিয়োয় ভিউয়ের হিসেবেও প্রধানমন্ত্রী মোদী বাকিদের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছেন।ইউটিউবে তাঁর এক একটি ভিডিয়োয় কোটি কোটি ভিউ ওঠে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নমোর ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ২ কোটি। মোদীই বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রনেতা, যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ভারতের কোনও রাজনীতিক তো বটেই, গোটা বিশ্বের আর কোনও রাজনীতিক তাঁর ধারে কাছে নেই।প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিয়োয় ভিউ এসেছে ৪৫০ কোটিরও বেশি। সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা, ভিডিয়োয় ভিউ এবং ভিডিয়োর মানের দিক থেকে ইউটিউবে একাই 'রাজ'

এরপর ৩ পাতায়

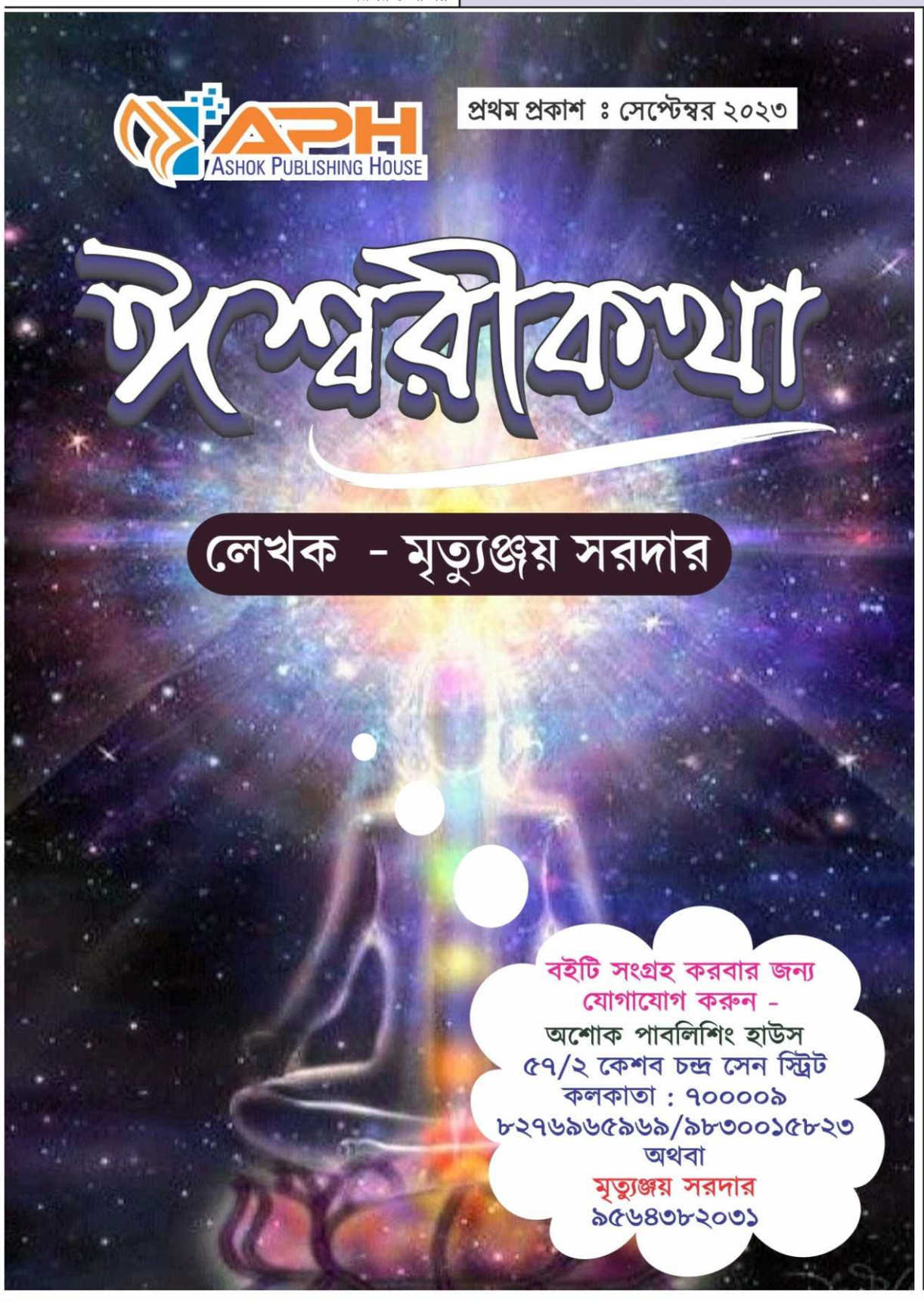


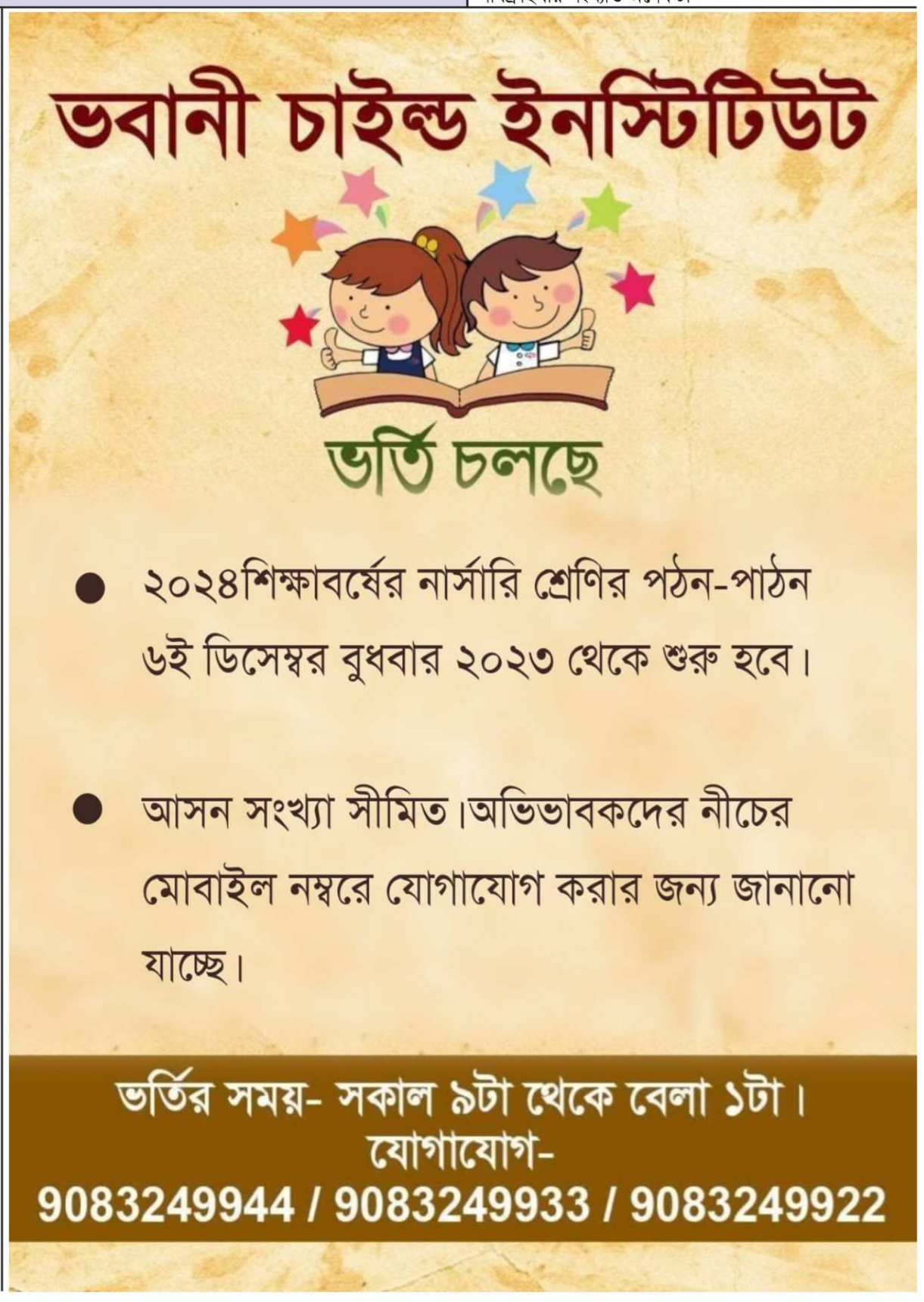

## ভোটের আগে পাড়ায় পাড়ায়

# কানে কানে কী ছড়িয়ে দিতে হবে, বলে গেলেন অমিত শাহ

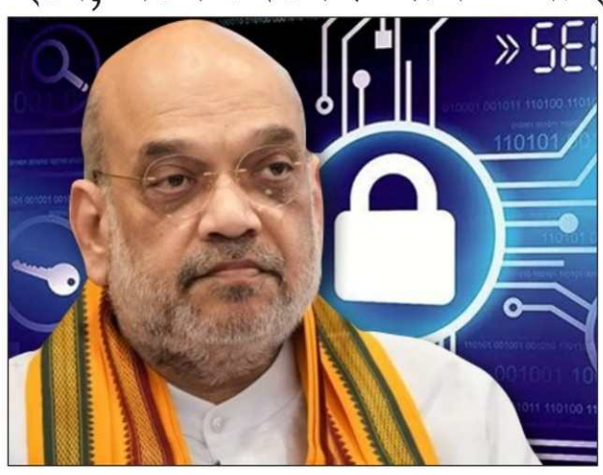

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজনীতিতে ধারণাই সব। ইদানীং একটা শব্দ বাংলার রাজনীতিতেও খুব চলছে, তা হল 'ন্যারেটিভ'। তার মানেও ওই একই। এবং অনেকের মতে, সেই ধারণা তৈরির খেলায় বিজেপির মতো সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে আর কেউ পারেনি। বিজেপির 'আইটি সেল' বলতেই একটা প্রচার যন্ত্র তথা প্রোপাগান্ডা মেশিনারির ছবি যেন ভেসে ওঠে।শাহ এও বলেছেন, 'বিজেপি ব্যক্তির জায়গায় দেশকে রাখছি। দেশের ক্ষতি কেউ করতে চাইলে তাকে বরদাস্ত নয়। সেজন্যই জঙ্গি আইন কঠোরতর করা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আরও বলেছেন, 'মোদী সরকার যা বলে তা করে দেখায়। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সংসদে মহিলাদের ৪৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হয়েছে। তিন তালাকও নিষিদ্ধ করেছে মোদী সরকার।'

বৈঠক শেষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কর্মীদের জন্য এরকম একটা কর্মশালা খুব জরুরি ছিল। আমাদের আইটি সেলের কর্মীরা অনেক কিছু শিখলেন, বুঝলেনও।'বড়দিনের রাতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন বিজেপির দুই শীর্ষ নেতৃত্বকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় পাঠাগারে দলের আইটি সেলের কর্মীদের তাঁরা ২ ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, প্রায় দেড় হাজার আইটি কর্মীকে তাঁরা পাখি পড়ানোর মতো করে পড়ানোর চেষ্টা করেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কী কী বেশি করে পোস্ট করতে হবে এবং কেন করতে হবে।

বিজেপির সর্বভারতীয় কমিউনিকেশন সেলের মাথায় রয়েছেন অমিত মালব্য। তিনি আবার পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনেরও পর্যবেক্ষক। সাধারণত রাজ্য ওয়াড়ি আইটি সেলের কর্মীরা প্রচারে কী কী বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবে তা নিয়ে সর্বভারতীয় সংগঠনেরও ইনপুট থাকে। সেদিক থেকে লোকসভা ভোটের আগে কয়েকটি বিষয় এখন জাতীয় স্তরে মুখ্য হয়ে উঠছে। তার অন্যতম হলে রাম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সম্প্রতি সংসদে পাশ হয়েছে ন্যায় সংহিতা বিল। এ ব্যাপারে মানুষের কাছে কী তুলে ধরতে হবে তাও এদিনের বৈঠকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তাঁর দাবি, 'ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও এতদিন ইংরেজদের আইনেই দেশ চলছিল। এই প্রথমবার সংবিধান অনুযায়ী আইন হচ্ছে। দাসত্বের চিহ্ন শেষ করতে চাইছেন মোদী।'

সূত্রের খবর, বিজেপির আইটি সেলের কর্মীদের অমিত শাহ বলেছেন,'মন খোলা রাখলে বুঝতে পারবে, মন ইডলির মতো শক্ত হলে কিছুই বুঝতে পারবে না। এটা ভাষার সমস্যা নয়, মনের সমস্যা।'

## খাদ্যভবনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু পুলিশকর্মীর,

# বড়দিনের রাতে নিজের বুকে গুলি চালান কনস্টেবল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বড়দিনের রাতে সারা শহর যখন আনন্দে মাতোয়ারা ঠিক তখনই খাদ্য ভবনে তুলকালাম। আচমকা খাদ্যভবনে ভিতরে রিজার্ভ ফোর্স ব্যারাকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় এক পুলিশ কনস্টেবলের। নিজের সার্ভিস রিভলবারের গুলি তাঁর বুকে লাগে।ঘটনাটির পর রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল। প্রায় মিনিট দশেক তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। গোটা ঘটনা ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার অফিসাররা।সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিন রাত আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মৃত কনস্টেবলের নাম তপন দাস। ৫৩ বছর বয়সী কলকাতা পুলিশের ওই কনস্টেবলের বাড়ি হরিণঘাটায়। তিনি নিজেই গুলি চালিয়েছেন নাকি দুর্ঘটনাবশত গুলি লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে পার্কস্ট্রিট-ধর্মতলা চত্বরে যখন বড়দিনের ভিড় থিকথিক করছে, ঠিক তখনই নিউ মার্কেট থানা এলাকার খাদ্যভবনে রিজার্ভ ফোর্সে ব্যারাকের সামনে গুলিবিদ্ধ হন তপন। এদিন ওই পুলিশকর্মীর নাইট ডিউটি ছিল। ঘটনার সময় খাদ্য ভবনের ভিতরে রিজার্ভ ফোর্সের ব্যারাকে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ডিউটিতে যাওয়ার পথেই ঘটনাটি ঘটে। দ্রুত তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ওই কনস্টেবল আত্মহত্যা করেছেন বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

## বিশ্বের নতুন ত্রাস 'জম্বি ডিয়ার' রোগ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বিশেষজ্ঞদের দুশ্চিন্তার কারণ এবার 'জম্বি ডিয়ার ডিজিজ' ওরফে ক্রনিক ওয়েস্টিং ডিজিজ। নভেম্বর মাসে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক, ওয়াইমিং-এ পাওয়া একটি হরিণের মৃতদেহ পরীক্ষা করে এই রোগের হদিশ পায়। তারপর থেকেই ভাইরাসে ঘটিত এই রোগ নিয়ে আশঙ্কায় বিজ্ঞানীরা।কিন্তু কেন এই ভাইরাসঘটিত এই রোগটিকে 'জম্বি' নাম দেওয়া হয়েছে? আসলে সিডাক্লুডি রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর হাঁটাচলা জম্বির মতো অবিন্যস্ত এবং বিকৃত হয়ে যায়। সেই কারণেই গবেষকরা একে 'জম্বি ডিয়ার ডিজিজ' অ্যাখ্যা দিয়েছেন। সম্প্রতি আমেরিকার ইয়াওমিংয়ের ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্কে একটি হরিণের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা যায় সেটি সিডক্লু ডি আক্রান্ত। ইয়েলোস্টোন এলাকার এক গবেষকের তথ্য অনুযায়ী এই রোগ দ্রুত সংক্রামক এবং ছড়াতে পারে মানুষের শরীরেও। প্রাণঘাতী এই রোগে আক্রান্ত কোনও মানুষের উদাহরণ এখনও পাওয়া না গেলেও মানুষকে সতর্ক করছেন গবেষকরা। বিশ্বের একটা বড় অংশের মানুষের প্রিয় হরিণের মাংস। আর সেই মাংস থেকেই ক্রমশ ক্ষয়কারী অসুখ বা ক্রনিক ওয়েস্টিং ডিজিজ ছড়িয়ে পড়বে মানুষের শরীরে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। ঠিক কী এই 'জম্বি ডিয়ার' রোগ? বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই ভাইরাস প্রবেশ করলে আক্রান্তের স্বাস্থ্যকর মস্তিষ্কের প্রোটিনগুলি ভাঁজ হয়ে যায়। এই ভাইরাসগুলিও এক ধরনের প্রোটিনও বটে। যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দেহে জম্বি ভাইরাস রোগের সম্ভাবনা তৈরি করে।সিডক্লু ডি বা পোশাকি নাম জম্বি ডিয়ার ডিজিজ। সাধারণত হরিণ, রেনডিয়ার, এল্ক এবং আমেরিকান হরিণের মধ্যে দেখা গিয়েছে। এই রোগ সরাসরি পশুর মস্তিষ্কে আক্রমণ করে। এই রোগে পশু ঝিমিয়ে পড়ে, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চোখে ঝাপসা দেখতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখের দিকে এগিয়ে যায়। তাই গবেষকরা একে প্রাণঘাতীই বলেন। জম্বি ডিয়ার রোগের কিছু সাধারণ লক্ষণ হল হঠাত করে বেড়ে যাওয়া অনিদ্রা বা ডিমেনশিয়া, হ্যালুসিনেশন, হাঁটা ও কথা বলতে অসুবিধা, বিভ্রান্তি, ক্লান্তি এবং পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া।

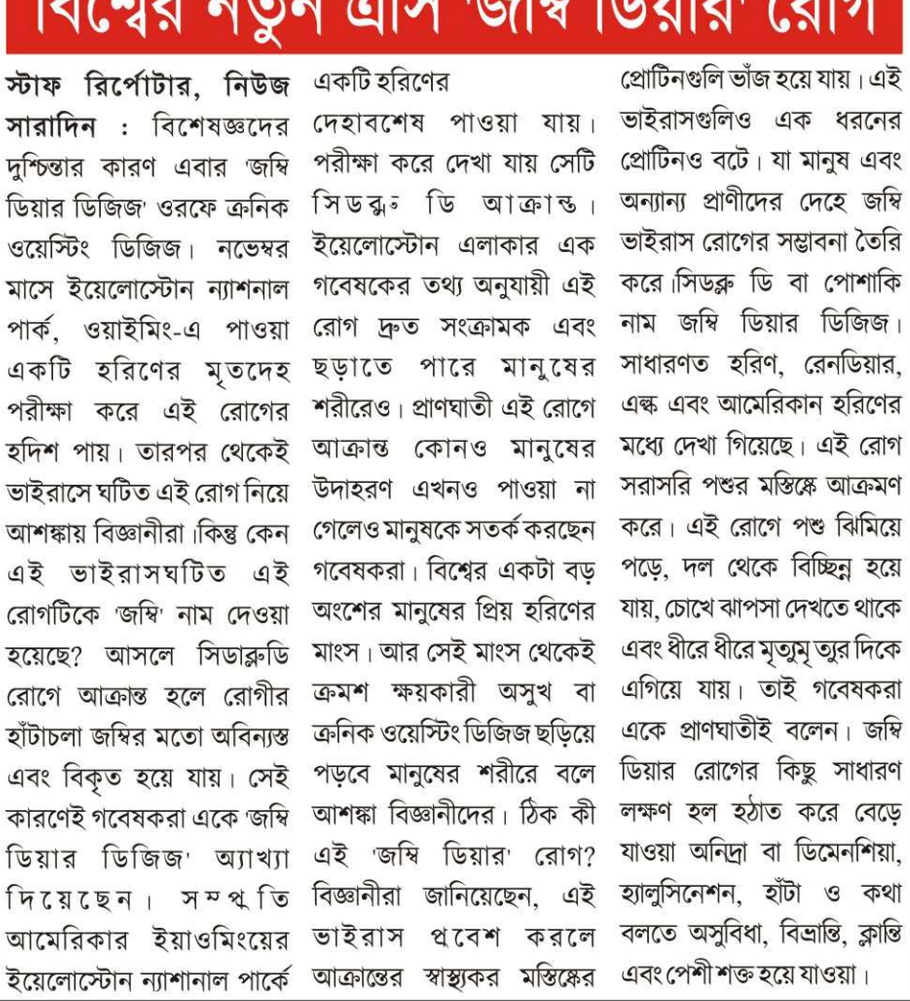


## লক্ষ্মীর আজ কর্মময় জীবনের শেষ দিন, আই, সি ডি, এস,

**আমান মোল্লা, নিউজ সারাদিন :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং এক নম্বর ব্লকে ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীনে আইসিডিএস কর্মী, লক্ষ্মী মন্ডলের অবসরের দিন। তারিখ, ২৬/১২/২০২৩ বিকাল দুইটা।

উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের সুপারভাইজার বনানী দাস মহাশয়া, ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত আই সি ডি এস এর কর্মী ও হেলপার বৃন্দ। লক্ষ্মী মণ্ডল বলেন আজ দিনটি আমার কাছে খুব মূল্যবান হয়ে স্মৃতি স্মরণেই হয়ে থাকবে ,সারা জীবন আমরা বন্ধুর মত মিশতাম ,সবাই সবার সাথে কর্মময় জীবনে যদি কোন ভুল করে থাকি সবাই আমার ক্ষমা করে দেবেন।

আজ এই দিন টা শুধু আমার জন্য নয়, আমরা যারা কর্মময় জীবনে ব্যস্ততার মধ্যে আছি। সবার একদিন বিদায় নিতে হবে। সামনে নতুন বছর সবার সুখ কামনা করি সবাই ভালো থাকবেন, সবার ছেড়ে থাকতে আমার একটু কষ্ট হবে। কিন্তু সরকারি নিয়মিত বাধা। এটাই তো মানতেই হবে।

সুপারভাইজার বনানী দাস বলেন, আমরা যারা কর্মময় জীবনের সঙ্গে আছি সরকারের একটা নির্দিষ্ট বাধা নিয়ম আছে একটা বয়সে নিযুক্তি করণ আছে। একদিন সেই সময় হবে আমরা সবাই একে একে বিদায় নেব।

যাই হোক উনি আমাদের থেকে অনেক বয়সে বড় দিদির মত ভাবে মিশতাম জীবনে কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে অনেকে হয়তো খারাপ কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এটা সেই মনের কথা নয় তো, আমরা সরকারের কর্মের সঙ্গে নিযুক্ত হওয়ার সময় আমরা শপথ নিয়েছিলাম আমরা ভালো কাজ করব আমরা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসবো তার মধ্য দিয়ে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যায় আমরা সবাই আপন ভেবে আবার মিলিয়ে নিয়ে পথ চলা শুরু করি।

তাই লক্ষ্মী দিদি মনে কিছু করবেন না সময়ের ব্যবধানে সরকারের সহানুভূতিতে আমরা বাধা, আজকের আপনি যাচ্ছেন কালকের আমিও যাব আমরা একই পথের পথিক। তাই আজকের দিনে সবার সবাইকে বলি ভালোভাবে সবাই স্কুল করবেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের মেয়ে ও ছেলে মনে করে আপন করে নেবেন সজাগ থাকবেন সমাজের দিক দিয়ে আঙুল তুলে কথা বলতে না পারে কেউ এটাই মনে করতে হবে কর্মময় জীবনের আপনাদের একটা ডিউটি ,যাইহোক সবাই ভালো থাকবেন সামনে নতুন বছরের শুরুতে সবার শুভকামনা ভালোবাসা বিশেষ করে লক্ষীদি কে হৃদয়ের মনিকোঠায় থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও হার্দিক ভালোবাসা রইলো।

## প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর বিকশিত ভারত

# সংকল্প যাত্রায় সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন

## সারা দেশের কয়েক হাজার সুবিধাভোগী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন

**নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং ভাষণ দেবেন। সারা দেশের কয়েক হাজার সুবিধাভোগী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদ, বিধায়ক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। ১৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনার পর প্রধানমন্ত্রী নিয়মিতভাবে এর সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে চলেছেন। এর আগে ৩০ নভেম্বর, ৯ ডিসেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর মোট তিনবার এ ধরনের ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন তিনি। ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর বারাণসী সফরের সময় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে তিনি সরাসরি মতবিনিময় করেন। সরকারের প্রধান প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রতিটি প্রাপকের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার আয়োজন।

## পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বড় মোড়,

# চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত আসরে নেমেছে ইডি, সিবিআই। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে পুর নিয়োগ, একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগের তদন্ত চলছে। এসবের মধ্যেই এবার পুর নিয়োগের তদন্তে ইডির স্ক্যানারে দক্ষিণ দমদম পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত। ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, নিতাই দত্তের সঙ্গে পুর নিয়োগ মামলার একাধিক যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে।প্রসঙ্গত, ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকেই দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তকে ইডি দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এর আগে দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিতাই দত্তের বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য ইডির হাতে এসেছিল। সেই সূত্র ধরেই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন নথির বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

# প্রধানমন্ত্রী পদে কারও নাম ঘোষণা নয়, মমতার প্রস্তাব খারিজ করলেন পওয়ার

আগে জয়ের দিকেই নজর দিতে হবে। জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণাটা একেবারেই জরুরি নয়। ১৯৭৭ সালের উদাহরণ দিয়ে এনসিপি সুপ্রিমো বললেন, 'সাতাত্তরেও কোনও প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হন। সেবার একটা নতুন দল তৈরি হয়েছিল। মোরারজি দেশাইয়ের নাম কোথাও ছিল না। তাও তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। তাই ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণার প্রয়োজন নেই।'

১-ম পাতার পর

# শুভেন্দু-সুকান্ততে ভরসা নেই! বিজেপির 'শাহী' নির্বাচনী কমিটিতে গুরুত্ব দিলীপ-সহ পুরনোদের

লোকসভার আগে দলের ভঙ্গুর সংগঠন সামাল দিতে সেই দিলীপেই ভরসা রাখল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। খোদ অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডা এসে তাঁকে রাখলেন দলের ১৫ সদস্যের নির্বাচনী কমিটিতে।১৫ সদস্যের ওই কমিটিতে রয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, অমিতাভ চক্রবর্তী, দলের পাঁচ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং পাঁচ কেন্দ্রীয় নেতা সতীশ ধন, আশা লাকড়া, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য এবং সুনীল বনসল। তাতপর্যপূর্ণভাবে কোর কমিটির সব সদস্যকে দলের নির্বাচনী কমিটিতে রাখা হয়নি। বদলে রাখা হয়েছে পাঁচ কেন্দ্রীয় নেতাকে। দলের রাজ্য নেতাদের উপর যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিশেষ ভরসা নেই, সেটাও স্পষ্ট এই সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়।

১-ম পাতার পর

# প্রধামন্ত্রীর ইউটিউবে ২ কোটি সাবস্ক্রাইবার, ধারে কাছেই নেই অন্য কোনও রাষ্ট্রনেতা

করছেন নমো। ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার সংখ্যার হিসেবে নমোর পর দ্বিতীয় কোন রাজনীতিক রয়েছেন জানেন? দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জ্যঁ বলসোনারো। তাঁর সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা প্রায় ৬৫ লাখের আশপাশে। তারপর রয়েছেন ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। সাবস্ক্রাইবার ১০ লাখের কিছু বেশি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাবস্ক্রাইবার প্রায় আট লাখের কাছাকাছি। আরও অনেক পরে রয়েছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জাস্টিন ট্রুডোরা।

## দৈনিক কাগজের সম্পাদক

# মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(ষষ্ঠ পর্ব)

প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা

ক্রমশঃ

# 'বীর বাল দিবস' পালন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে 'বীর বাল দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সামনে আবৃত্তি পরিবেশন এবং মার্শাল আর্ট প্রদর্শন করে শিশুরা। এই উপলক্ষে দিল্লিতে তরুণদের এক কুচকাওয়াজেরও সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ বীর সাহিবজাদার আত্মত্যাগকে স্মরণ করছে এবং আজাদি কা অমৃতকালে বীর বাল দিবস্থ প্রেরণার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গত বছর একই দিনে প্রথম বীর বাল দিবস উদযাপনের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতীয়ত্ব রক্ষায় এই দিনটি হার না মানা মানসিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, শৌর্য প্রদর্শনের কোনো বয়স হয় না।" তিনি আরও বলেন, বীর বাল দিবস হল, মায়েদের প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধা, যাঁরা অতুলনীয় সাহসের অধিকারী সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং গ্রিসেও বীর বাল দিবস সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। চমকৌর এবং শিরহিন্দ যুদ্ধের অতুলনীয় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ইতিহাস কখনো ভোলা যাবে না। কীভাবে ভারতীয়রা নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন, সেকথাও স্মরণ করেন শ্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা যখন আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করছি, তখন গোটা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটছে। তিনি বলেন, আজকের ভারত দাসত্বের মানসিকতা কাটিয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আজকের ভারতে সাহিবজাদাদের আত্মত্যাগ প্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোটা বিশ্ব আজ সম্ভাবনার অগ্রগণ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতকেও স্থান দিয়েছে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, গবেষণা, ক্রীড়া ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। তাঁর কথায়, "এটাই হচ্ছে ভারতের সময়, আগামী ২৫ বছর ভারতের সক্ষমতার প্রদর্শন দেখা যাবে।"

অমৃতকালের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, বেশ কিছু বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে, যা ভারতের স্বর্ণযুগের গতিপথ নির্ধারণ করবে। ভারতের যুবশক্তির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম দেশকে এক অকল্পনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আগামী ২৫ বছর আমাদের যুব শক্তির জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। এলাকা বা সমাজ নির্বিশেষে যেখানেই তাদের জন্ম হোক না কেন, তাদের জন্য সীমাহীন স্বপ্ন থাকবে। এই স্বপ্ন পূরণে সরকার একটি স্পষ্ট রোড ম্যাপ তৈরি করেছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি, ১০ হাজার অটল টিঙ্কারিং ল্যাব এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেন। মুদ্রা যোজনায় গরিব, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ৮ কোটি নতুন শিল্পোদ্যোগীর কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে শ্রী মোদী বলেন, গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই বেশিরভাগ অ্যাথলিট উঠে এসেছেন। তাঁদের সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতের লক্ষ্যের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর ফলে তরুণরাই বেশি উপকৃত হবেন এবং এর অর্থ হলু উন্নত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্ভাবনা, চাকরি, উন্নত জীবনযাপন এবং উন্নত পণ্য। মাই ভারত পোর্টালে নাম নথিভুক্তির জন্য তিনি তরুণদের কাছে আর্জি জানান। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে এটি একটি বড় মঞ্চ হয়ে উঠেছে।"

স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়ার জন্য তরুণদের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে নিজেদের জন্য কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করা এবং তা মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে ব্যায়াম, ডিজিটাল ডিটক্স, মানসিক সুস্থতা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং খাদ্যের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। সমাজে মাদকের বিপদ এবং এর বিরুদ্ধে দেশ ও সমাজকে একজোট হওয়ার ডাক দেন শ্রী মোদী। মাদকের বিরুদ্ধে সরকার এবং বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের কাছে আবেদন জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের গুরুরা 'সব কা প্রয়াস'-এর যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা উন্নত ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি জুবিন ইরানী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২ পাতার পর

# পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বড় মোড়, চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে

নিতাইবাবুকে ডাকা হয়েছিল বলে ইডি সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়কেও ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির তদন্তকারী অফিসাররা তাঁর বাড়িতেও হানা দিয়েছিলেন। সেই তল্লাশি অভিযানের সময় তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাঁর মোবাইল ফোনও।

সেই মোবাইল থেকেই চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে ইডি সূত্রে। নিতাইবাবুর নিকট আত্মীয় থেকে শুরু করে একাধিক ব্যক্তির চাকরি কীভাবে হয়েছে, সেই বিষয়টিও ইডির স্ক্যানারে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর কীসের ভিত্তিতে ওই নিয়োগ হয়েছিল, সেখানে কোনও গরমিল ছিল কি না, সেই বিষয়গুলিও ইডির আতসকাঁচের তলায় রয়েছে। সেই মতো নথি ঘেঁটে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইডির তদন্তকারী অফিসাররা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৫১ সংখ্যা ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ বুধবার ১০ পৌষ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# শাহি বৈঠকে একজন ডাক পেলেনই না, আরেক জন ডাক পেয়েও আসছেন

পিকনিকের মরশুমে কলকাতায় ঘুরতে এসেছেন দুই শীর্ষ বিজেপি নেতা। একজনের নাম অমিত শাহ, অপরজন জে পি নাড্ডা । কি সুন্দর এদিন সকাল থেকে তাঁরা বেউ বেউ করছেন কলকাতার বুকে। জোড়াসাঁকোর গুরুদোয়ারা থেকে রাসবিহারীর কালিঘাটে। ঘুরছেন ফিরছেন, হাত নাড়াচ্ছেন, ছবি তুলছেন, পেটপুজোও করছেন।এদিকে অনুপম হাজরা বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণই পাননি। এমনকি শাহি সফরে তাঁকে কেউ থাকতেও বলেনি। তিনি তাই বোলপুরের বুকে পৌষমেলার মাঠে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের নিয়ে স্টল খুলে বসে আছেন। সেই স্টল নিয়ে তিনি আবার তাঁর ফেসবুক পেজে পোস্টও করেছেন। লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বঞ্চিত অবহেলিত, কোণঠাসা, পদ-হীন মোদি-ভক্ত এবং বিজেপি কার্যকর্তা, যারা বছরের-পর বছর পার্টির জন্য রক্ত-ঘাম ঝরিয়েছেন, মাসের পর মাস ঘরছাড়া হয়ে থেকেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেআজ পৌষ মেলায় আপনাদের জন্য স্টলটি আমাদের দলেরই এক পুরনো শ্রদ্ধেয় কার্যকর্তাকে দিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে!!! পৌষ মেলায় এই স্টলে যারা যারা যাচ্ছেন, সময় কাটাচ্ছেন, ছবি তুলে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গুলোতে ছড়িয়ে দিন! ফেসবুক লাইভও করতে পারেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেন দেখতে পারেন যে পশ্চিমবাংলায় কত পরিমাণ ভালো সংগঠকদের বসিয়ে রাখা হয়েছে!!!' এদিন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকও রয়েছে শাহ-নাড্ডাদের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছে এদিনের বৈঠকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। এমনকী প্রার্থী তালিকা নিয়েও প্রাথমিকভাবে কোনও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ সেখানেই গরহাজির মিঠুন ও অনুপম।আর দেখছেন মমতার হাত ধরে বড়দিনের উতসবে সেজে ওঠা কলকাতাকে। সে দেখুন অসুবিধা নেই। যতবার খুশি আসুন, সেখানেও অসুবিধা নেই। কিন্তু দলটার দিকেই একটু তাকিয়ে দেখুন। এই যেমন আজকের শাহি বৈঠকে এক প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাকই পাননি, আবার আরেক প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্য নেতা তিনি ডাক পেয়েও আসছেন না। আচ্ছে এরকম করে কী লড়াই করা চলে! কোথায় সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করবেন, তা নয় খালি ঝগড়া করে মরেছেন। নজরে শাহি বৈঠক আর সেখানেই অনুপস্থিতি অনুপম হাজরা এবং মিঠুন চক্রবর্তী।সব কিছু ঠিক থাকলে এদিন দুপুরে নিউটাউনের হোটেল শাহি বৈঠক বসার কথা। বঙ্গ বিজেপির ২৪ জনের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করবেন শাহ আর নাড্ডা। কিন্তু সেই কমিটির সদস্য হয়েও সেখানে আসছেন না মিঠুন। আর অনুপম বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পত্রই পাননি। তিনি এখন পড়ে আছেন বোল্পুরের পৌষ মেলার মাঠে দলেরই বিক্ষুব্ধ নেতাদের নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহীরুহের সঙ্গে কী জোরদার লড়াই করা যাবে! একুশের ভোটের পরে রাজ্য জুড়ে প্রচারের পর মাঝে মাঝেই দলের সাংগঠনিক বৈঠকে হাজির হতে দেখা গিয়েছে মিঠুনকে। কথা দিয়েছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বের শুরু থেকেই দলের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু এদিন লোকসভা ভোটের চূড়ান্ত প্রস্তুতির বৈঠকেই থাকছেন না তিনি। দলের নেতারা বলছেন, মাস খানেক আগেই পারিবারিক সফরে আমেরিকায় গিয়েছেন মিঠুন। কবে ফিরবেন জানা নেই। একুশের ভোটের সময়েই বিজেপিতে যোগ দেন মিঠুন। কিন্তু তারপর আর কোনও নির্বাচনেই তাঁর দেখা মেলেনি। কোনও দায়িত্বও পাননি।

# জাতি সংঘর্ষে জ্বলছে নাইজেরিয়া,

## সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় মৃত শতাধিক

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নাইজেরিয়ায় জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলায় মৃত ১০০ জনের বেশি। মধ্য নাইজেরিয়ার প্লাতিউ রাজ্যের বেশ কয়েকটি গ্রামে ধর্মীয় বিবাদে হামলা চালায় একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, তাতেই মৃত্যু হয়েছে ১১৩ জনের। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০০ জন।নতুন করে ধর্মীয় সংঘর্ষের জেরে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে সমালোচনার মুখে পড়েছে নাইজেরিয়ার বর্তমান সরকার। চলতি বছরে একাধিক হামলায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর পরেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থানীয়দের। এর আগে নাইজেরিয়া সেনার ড্রোন বিস্ফোরণে ৮৫ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। প্রশাসন ওই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে জানায়, জঙ্গি দমন অভিযানে ভুল করে ওই ঘটনাটি ঘটেছিল।ধর্মীয় ও জাতিগত উত্তেজনায় বিগত কয়েক বছর ধরেই জর্জরিত প্লাতিউ রাজ্যটি।যে অঞ্চলগুলিতে হামলা চালিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী, সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বসাবস করেন বলেই জানা গিয়েছে। স্থানীয় মুসলিম পশুপালক এবং ক্রিস্টান কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে বিবাদ। জেনে বুঝেই জাতিগত উত্তেজনা তৈরি করতে হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো 'ডাকাত' হিসেবে পরিচিত। এদিন তারা ২০টি পৃথক সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালায়। হত্যার পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

## সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

তবেই বর্তমানের যে কোনো ধর্মের ছাত্রছাত্রীর প্রতিবেশীর ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা করলেই প্রভেদটি স্পষ্ট হবে। বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বহুধর্ম ও বহুমতের সমন্বয়ে। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়া যতই প্রচার করুক না কেন, এই বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ বাঙালিরা স্বীকার ও গ্রহণ করেছে তাদের আগেই। বাঙালি সংস্কৃতির মূলে রয়েছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে'র সুর। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# কনকনে শীতে খেজুর রস ও সুস্বাদু পিঠা বাংলার প্রধান উৎসব বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(প্রথম পর্ব)**

শীত কালে খেজুরের রস সবারই রসনা তৃপ্ত করে। আর খেজুর গাছের মাথার 'কচি অংশটা' খেতে দারুন লাগে। খেজুর গাছ ছয় সাত বছর বয়স থেকে রস দেওয়া শুরু করে। "২৫ থেকে ৩০ বছর" পর্যন্ত রস দেয়। গাছ পুরনো হয়ে গেলে রস কমে যায়। পুরনো গাছের "রস" খুব মিষ্টি হয়। মাঝ বয়সী গাছ থেকে সবচে বেশি পরিমাণের 'রস' আসে। বেশি রস সংগ্রহ করা গাছের জন্যেও ক্ষতিকর। রস সংগ্রহের জন্য কার্তিক মাসে খেজুর গাছ কাটা শুরু হয়। কার্তিক মাস থেকেই 'রস' পাওয়া যায়। রসের ধারা চলতে থাকে ফালগুন মাস পর্যন্ত। শীতের সঙ্গে রস ঝরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শীতটা যতোই বেশি পড়বে ততো তো রস বেশি ঝরবে। রসের স্বাদও ততোই সুমিষ্টি হবে। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাস হলো রসের ভর মৌসুম। এই মৌসুমে একবার গাছগুলো কাটার পর দু'তিন দিন 'রস' পাওয়া যায়। রস দিয়ে তৈরি হয় গুর থেকে চিনি ও তৈরি হয়ে যায়।এই চিনি খুব সুস্বাদু । গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের জীবন-জীবিকায় এটিকে মুল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় অনেকখানি খেজুরগাছের সঙ্গে চাষীদের অঙ্গাঅঙ্গিভাবে বসবাস হয়ে উঠে। নানানভাবে জড়িত চাষীর জীবন সংগ্রামে বহু কষ্টের মাঝেই অনেক প্রাপ্তি যুক্ত হয়। সমগ্র বাংলার জনপ্রিয় তরুবৃক্ষ- খেজুর গাছের সঙ্গেই- ভূমিহীন চাষী, প্রান্তিক চাষী, দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের জন্য এই সময়টা অনেক আনন্দদায়ক। কারণ, এমন খেজুর গাছই তো চাষীর অন্নদাতা। আরো জানা যাক, হেমন্তের শেষেই শীতের ঠান্ডা পরশে গ্রামবাংলার চাষী খেজুরগাছের মিষ্টি রসে নিজেদেরকে ডুবিয়ে নেওয়ার সুন্দর মাধ্যম সৃষ্টি করেন। গ্রাম বাংলার চাষীদের যেন একঘেয়েমির যান্ত্রিকতায় জীবনযাপনের অনেক পরিবর্তন আনে শীতের ঋতুচক্র। এই শীতকালে বৈচির্ত্যপূর্ণ গ্রামীণ সংস্কৃতির মাঝেই যেন 'খেজুর রসের হরেকরকম পিঠা উৎসব' শুরু হয়। তাযেন এক শৈল্পীক ঐতিহ্যের বহুমুখী সমারোহ বা প্রাণোচ্ছলতায় বারবারই ফিরে আসে। চাষীরা সৃষ্টি কর্তার সৃজনশীল খেজুর গাছের যত্ন-আত্তি না করলে যেন রস মিলবে না। আর রস না মিললে গুড় হবে কি করে। পাটালি না দেখলে চাষীর যেন ঘুম আসে না। চাষী তাদের মেয়ে বা বউয়ের হাতের কাঁচা সুপারির কচি পান গালে ভরেই বাঁশের ডালি মাথায় করে গঞ্জে ও দূর্বতী হাট বাজারে যাবে কি করে। আর, পাটালি গুড়ের মিষ্টি মধুর গন্ধে তারা বিভোর হয়ে বিক্রয় কর্মে না থাকে তো পেটে ভাতে বাঁচবে কি করে। শীত কালের আমেজে প্রকৃতির মাঝ থেকে সংগীহিত 'মিষ্টি খেজুর রস' চাষীরা চষে বেড়ায় সকালে, বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় মেঠো পথ ধরে। তারই বহিঃ প্রকাশে যেন চমৎকার নান্দনিকতা বা অপরূপ দৃশ্যপটের সৃষ্টি হয, সত্যিই তা যেন শৈল্পীকতার নিদর্শন। শৈল্পীক আস্থা ও বিশ্বাসকে নিয়ে প্রকৃতির সৃষ্টি বিশাল আকৃতির 'কুয়াশাচ্ছান্ন এবং ঝাপসা' পরিবেশের দেখা মিলে, তা যেন চাদরের মতো। চাষী'রা সে চাদরের মধ্যেই নিজের 'চাদরের মুড়ি' দেয়। প্রয়োজনের তাগিদে সামান্য কষ্ট তাদের গায়ে লাগে না। এই শীতে কালে রূপ সৌন্দর্যের আরও একটি উপাদেয় সামগ্রী খাঁটি সরিষার তেল। যা তারা শরীরে মালিশ করে অনেকাংশেই ত্বকের মশ্রিণতা এবং ঠান্ডা দূর করে খেজুর গাছে উঠতে। অন্যদিকে খেজুর গাছ ছয় সাত বছর বয়স থেকে রস দেওয়া শুরু করে। ২৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত "রস" দেয়। গাছ পুরনো হয়ে গেলে রস কমে যায়। আবার অনেক পুরনো খেজুর গাছের রস অনেক মিষ্টি হয়। জানা যায় যে, 'মাঝ বয়সী গাছ থেকে সবচেয়ে বেশি রস পাওয়া যায়'। বেশি বেশি রস সংগ্রহ করাও গাছের জন্য অবার অনেক ক্ষতিকর। রস সংগ্রহের জন্য কার্তিক মাসে খেজুর গাছ কাটা শুরু হয়। কার্তিক মাস থেকেই 'রস' পাওয়া যায়। রসের ধারা চলতে থাকে ফালগুন মাস পর্যন্ত। শীতের সঙ্গে রস ঝরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শীত যতো বেশি পড়ে ততোই যেন বেশি রস ঝরে। রসের স্বাদও তত মিষ্টি হবে। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাস হলো রসের ভর মৌসুম। অগ্রহায়ণ হতে ফালগুন মাস পর্যন্ত একটি খেজুর গাছে মাসে '৪০ কেজি' রস পাওয়া যেতে পাবে। খেজুরগাছ শুধু রস দিয়ে ক্ষান্ত হয় না। শুকনো খেজুরের "ভেষজ গুন" অনেক রয়েছে। আর খেজুরের বীজ গুলি বাহির করে নিয়ে দুধে খেজুর গুলো মিশিয়ে ভালভাবে ফুটিয়ে গরম করে এমন দুধ ও খেজুর গুলো ঠান্ডা করে শিশুকে খাওয়ালে শক্তি বাড়ে। একটি শুকনো খেজুর ফলের পুষ্টি মান প্রায়,- ৭৫-৮০% শর্করা, ২% আমিষ এবং প্রায়- ২.৫% স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। খেজুরের ১০০ গ্রাম শাঁসে ২০ ভাগ পানি, ৬০-৬৫ ভাগ শর্করা, ২ ভাগ আমিষ, আর খুবই সামান্য পরিমাণ কপার, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন- এ, বি-১, বা বি-২ কিংবা খনিজ লবণ খোঁজে পাওয়া যায়।তবে গ্রামের চাষীরা ভোরবেলায় খেজুরগাছ হতে রসের হাড়ি নামিয়ে আনতে ব্যস্ত হন। রাতের এ হিমশীতল রস ভোরে হাড় কাঁপানি ঠান্ডায় গাছ থেকে নামিয়ে খাওয়ার যে স্বাদ তা একেবারেই আলাদা মাত্রা সৃষ্টি করে। ভোরে এই খেজুর রস খেলে শীত যেন শরীরে আরও জাঁকিয়ে বসে। তাদের কাছে এ শীতে শরীর কাঁপানি এক স্পন্দন চরম মজা দায়ক মনে হয়। শীত লাগে লাগুক না, তবুও রস খাওয়ার কোন বিরাম নেই। তারা এক গ্লাস, দু' গ্লাস খাওয়ার পরপর কাঁপতে কাঁপতেই যেন আরো এক গ্লাস মুড়ি মিশিয়ে মুখে তুলে চুমক দেয়া, আর রোদ পোহানো সে কি আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা দূরহ। শীতের কুয়াশা ঢাকা সকালে গ্রামের ছেলে মেয়েরা ঘুম হতে খুব ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে খড় কুটোয় আগুন জ্বালিয়ে হাত পা গরম করে। আর অপেক্ষায় থাকে কখন সকালের তীব্র বা মিষ্টি রোদের প্রখরতা আরও তীব্র হবে। তাদের রোদ পোহানোর আরামের সাথে সাথে আরো অপেক্ষা থাকে, তা হলো তাদের প্রিয় 'খেঁজুর রস'। কখন যে আসে আর তখনই খাবে। সেই 'রস' আসলে যথা সময়ে হাজির হলে তাদের কাছে যেন আনন্দ উল্লাসের কোনোই কমতি হয় না। গ্রামাঞ্চলের খুব অভাবী মেয়েরা রংবেরংয়ের যেসব খেজুর পাতায় খেজুর পাটি তৈরী করে তার উপরই যেন চলে রস খাওয়ার আসর। উপার্যনের জন্য খেজুর পাতা শুকিয়ে তা দিয়েই নকশা খচিত খেজুর পাটি তৈরী পরে আর তা বিক্রি করে তাদের সংসারে কিছুটা হলেও অর্থ সংকোলান হয়। সুতরাং, এই খেজুরের পাটিতেই গ্রামের অনেক পরিবার ঘুমানো কাজে ব্যবহার করে। এ খেজুর পাতায় এক ধরনের 'সাহেবী টুপি'ও তৈরি হয়। খেজুরের পাতা, ডাল এবং গাছ শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর মোরব্বা তৈরিতেও এই খেজুর কাটার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এককথায় বলা চলে যে খেজুর গাছের পাতার ও ডাল সেতো

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# সিনেমার খবর

cinema TV

## প্রভাসের সামনে ফেল শাহরুখ ম্যাজিক!

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :**প্রভাস ম্যাজিকের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল শাহরুখ খানের ডাঙ্কি। দুইদিনে মাত্র ৫০ কোটি আয়, অন্যদিকে প্রথমদিনই ১০০ কোটি ছুঁইছুঁই 'সালার পার্ট ১'।

ছবি মুক্তির আগে অনেকেই বাজি ধরেছিলেন শাহরুখ খান ও রাজু হিরানির জুটির উপর। তবে একদিনের মধ্যেই খেলা ঘুরে গেল! 'বাহুবলী'র পর লাগাতার ব্যর্থতায় জর্জরিত প্রভাস বছর শেষে মেগা কামব্যাক করলেন। আগাম টিকিট বুকিং-এ আগেই শাহরুখের 'ডাঙ্কি'কে মাত দিয়েছিল প্রভাসের 'সালার: পার্ট ওয়ান সিজফায়ার'। এবার প্রথম দিনের কালেকশনের নিরিখে শাহরুখের ছবিকে উড়িয়ে দিলেন প্রভাস।

বক্স অফিসে সরাসরি ক্ল্যাশ এড়াতে একদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে 'ডাঙ্কি'। কিন্তু 'পাঠান', 'জওয়ান'-এর পথে হেঁটে বক্স অফিসে সুনামি আনতে ব্যর্থ এই ছবি। বৃহস্পতিবার সারা দেশে 'ডাঙ্কি'র কালেকশন মাত্র ৩০ কোটি রুপি, বিশ্ব বক্স অফিস মেলালে টাকার অঙ্কটা ৫৮ কোটি। ওদিকে কেবলমাত্র ভারতের বক্স অফিসই মুক্তির দিন 'সালার'-এর কালেকশন দাঁড়াবে ৯৫ কোটির আশেপাশে, বলছে বক্স অফিসের প্রাথমিক রিপোর্ট। অন্যদিকে গ্লোবাল বক্স অফিসে ছবির গ্রস আয় হতে চলেছে ১৭৫ কোটি। অর্থাৎ প্রথমদিনের কালেকশনের বিচারে 'ডাঙ্কি'র চেয়ে অনেকটা এগিয়ে সালার। প্রথম দিন আয়ের হিসাবে চলতি বছরের সবচেয়ে বড় ওপেনার হতে চলেছে 'সালার'। 'জওয়ান' শাহরুখের থেকে তাজ ছিনিয়ে নিলেন প্রভাস। এতদিন পর্যন্ত প্রথম দিন ভারতের বক্স অফিসে ৬৫ কোটির ব্যবসা করে এক নম্বরে ছিল জওয়ান।

## রাজনীতিকে বিদায় জানাচ্ছেন দেব, গুঞ্জন চরমে

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। কিন্তু ভোটের কয়েকমাস আগেই বদলে যেতে চলেছে একাধিক রাজনৈতিক সমীকরণ। সূত্রের খবর, তৃণমূলের দু'বারের তারকা সাংসদ দেব এবার আর নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজি নন। যদিও প্রকাশ্যে তিনি এই কথা সরাসরি বলেননি। তবে আকারে ইঙ্গিতে এমনটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন এক সংবাদমাধ্যমে।

অভিনেতা-সাংসদের ঘনিষ্ঠ সূত্রে ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বর্তমানে তার সিনেমা ক্যারিয়ার তুঙ্গে। তাই এইসময়টা রাজনীতি থেকে সরে এসে পুরোপুরি সিনেমাতেই ফোকাস করতে চাইছেন। কিন্তু দেব নিজে কী বলছেন? অভিনেতার কথায়, আমি মনে করি, ঘাটালে পূর্ণ সময়ের সাংসদ হলে আমার চেয়ে ভালে কাজ করবে। তবে ২০২৪-এ আমায় দল টিকিট দেবে কিনা, কিংবা আমি নিজে ভোটে লড়ব কিনা, সেসব নিয়ে এখনও কিছুই ভাবিনি।

২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শাসকদলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে নিজের পরিচয় গড়ে তোলেন দেব। এরপর ২০১৪ সালে তাকে লোকসভা ভোটে দাঁড় করিয়ে রীতিমতো চমক দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘাটাল থেকে ভোটে জিতে সাংসদ হন অভিনেতা। এরপর ২০১৯ সালেও তাকে ঘাটাল থেকেই দ্বিতীয়বার টিকিট দেওয়া হয়। সেবারও ভোটে জিতে সাংসদ হন তিনি।

গত প্রায় ১০ বছর ধরে ঘাটালের সাংসদ থাকার পর এবার কি মোহভঙ্গ হল দেবের? সেই বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় অনেকের কাছেই। তবে দেব একটা কথা বলেছেন। যা হল, তিনি নিজের সংসদীয় এলাকার জন্য যথেষ্ট কাজ করতে পারেননি। অভিনেতা আরও বলেছেন, 'আমার জায়গায় কোনও পূর্ণ সময়ের সাংসদ থাকলে আরও ভালো কাজ করতে পারতেন।' দেবের এই মন্তব্য নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

## ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে অশান্তির মধ্যেই সালমানকে বুকে টেনে নিলেন অভিষেক

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বচ্চন পরিবারে অশান্তির খবর এখন চর্চিত বিষয়। বলা হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে অভিষেক বচ্চন-ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সংসার। এরই মধ্যে নাকি মেয়েকে নিয়ে মায়ের বাড়িতে উঠেছেন ঐশ্বরিয়া। কিন্তু পারিবারিক এই অশান্তির মাঝেই আরেক কাণ্ড ঘটালেন অভিষেক। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক সালমান খানের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন অভিষেক। একই অভিব্যক্তি অমিতাভ বচ্চনেরও।

সালমান ও ঐশ্বরিয়া- এক সময় বলিউডের বহুল চর্চিত জুটি। দু'জনের সম্পর্ক জায়গা করে নিয়েছিল সংবাদ শিরোনামে। 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ছবিতে কাজ করার সময় সম্পর্ক তৈরি হয় তাদের মধ্যে। শোনা যায়, সম্পর্কে থাকাকালীন নাকি ঐশ্বরিয়াকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেছিলেন সালমান। সেই ঘটনা সে সময় নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা বিনোদন জগৎকে।

২০০৪ সালে সেই সম্পর্কে ইতি টানেন ঐশ্বরিয়া। ২০০৭ সালে অভিষেকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। তার পর প্রায় ১৬ বছর দাম্পত্য পার করে এখন প্রায় নিত্যদিন অশান্তির জল্পনা। এর মাঝে বলিপাড়ার খ্যাতনামী প্রযোজক আনন্দ পণ্ডিতের জন্মদিনে সালমানকে বুকে টেনে নিয়ে কোলাকুলি করলেন অভিষেক। এসময় তাদের দু'জনকে আলাপে মেতে উঠতে দেখা যায়।

এই অনুষ্ঠানে ছেলে অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন বিগ-বি অমিতাভ বচ্চনও। সেখানেই তাদের দেখা হয় সালমানের সঙ্গে। বাবা-ছেলে দু'জনেই আলিঙ্গন করেন সালমানকে। বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্প করতেও দেখা যায় তাদের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল সেই ছবি। ইতিমধ্যেই দু'জনের এই ছবি নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়েছে নেটপাড়ায়। কেউ কেউ আবার সমবেদনা জানিয়েছেন ঐশ্বরিয়াকে।

## প্রকাশ্যে 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিরিজের টিজার

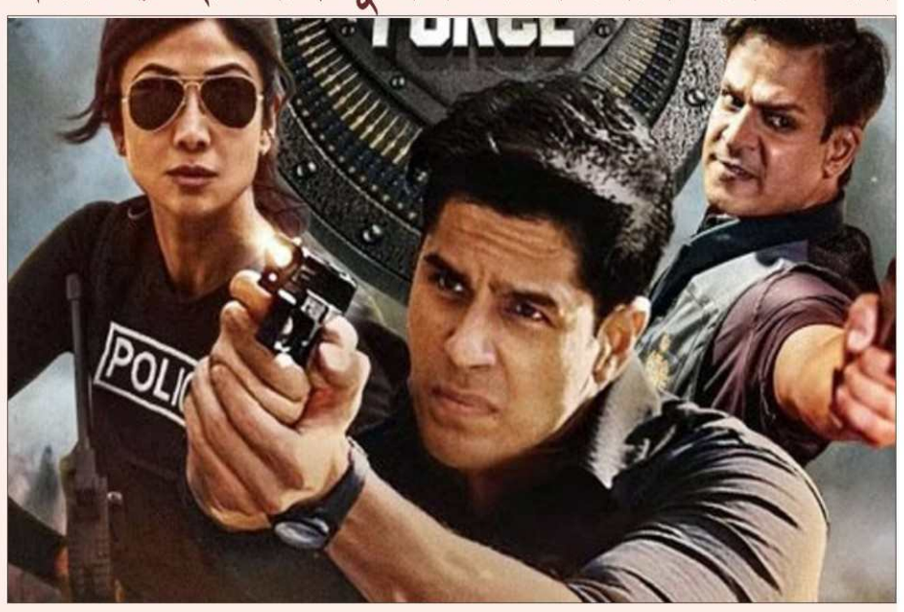

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** অনেক আলোচনা-সমালোচনা শেষে প্রকাশিত হয়েছে রোহিত শেঠি পরিচালিত 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিরিজের টিজার। অ্যাকশন প্যাকড রোমহর্ষক সিরিজে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, শিল্পা শেঠি ও বিবেক ওবেরয়ের মতো তারকাদের দেখা যাবে।

'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিরিজটি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে। ফলে এখন থেকেই দর্শকের উন্মাদনা তুঙ্গে। পুরো টিজারজুড়ে দেখা যাচ্ছে শহরে বোমাতঙ্ক, রক্তারক্তি। প্রাণ সংশয়ে দৌড়াদৌড়ি পরে গেছে।

এরই মধ্যে রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন সিদ্ধার্থ, বিবেক ও শিল্পা। চোখ ধাঁধানো অ্যাকশান সিকোয়েন্স টিজারজুড়ে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কতটা রোমহর্ষক হতে যাচ্ছে সিরিজটি।

গত অক্টোবরে মুক্তির কথা ছিল এ সিরিজের পোস্টার। নিজের ইনস্টাগ্রামে সেই পোস্টার শেয়ার করেন পরিচালক রোহিত শেঠি। তিনি লিখেছেন, আপনারা আমাদের ভালোবাসা দিয়েছেন এবং আজ আমরা যেখানে, সেখানে আপনারাই পৌঁছে দিয়েছেন 'সিংহা', 'সিংহাম রিটার্নস', 'সিম্বা' ও 'সূর্যবংশী'র মাধ্যমে। এবং আমি নিশ্চিত, আপনারা প্রেক্ষাগৃহে এসে 'সিংহাম রিটার্ন' দেখেও একই পরিমাণ ভালোবাসা দেবেন। কিন্তু তার আগে আমরা নিয়ে আসছি আমাদের ডিজিটাল কপ ইউনিভার্স! ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স। আমার নতুন অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করুন ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে।

এ পোস্টার শেয়ার করেছিলেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রাও। তিনি লিখেছিলেন, লোকেশন পরিষ্কার। টার্গেট লকড। ফোর্স আসছে। রোহিত শেঠির কপ ইউনিভার্সের জন্য রিপোর্ট করছি, সশস্ত্র এবং স্ট্রাইকের জন্য তৈরি।

চলতি বছরের দীপাবলিতে এ 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিরিজের মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু পিছিয়ে মুক্তির আনুমানিক তারিখ স্থির করা হয় ৮ ডিসেম্বরে।

যদিও প্রথমে মনে করা হয় যে সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফের 'টাইগার-৩' সিনেমার জন্য তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়, পরবর্তীকালে জানা যায় যে ভিএফএক্সের প্রচুর কাজ ও পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ বাকি থাকায় রোহিত শেঠির সিরিজ পরে মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর আগেও ওটিটির জন্য কাজ করেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। তার এ নতুন রূপ দর্শকের কতটা ভালোলাগে এখন অপেক্ষা সেটাই দেখার।

## হঠাৎ কেন দেশে

# ফিরলেন কোহলি, মা হচ্ছেন কী আনুশকা?

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** হঠাৎ করেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। সংবাদমাধ্যমের খবর বলছে, পারিবারিক কারণে বোর্ডের অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি। বিশেষ সূত্র বলছে, তিন দিন আগে মুম্বাই ফিরেছেন কোহলি। বোর্ডের অনুমতি নিয়ে তিন দিনের অনুশীলন ম্যাচ খেলেননি তিনি। জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফিরে এসেছেন বিরাট। কী কারণে তাকে ফিরতে হয়েছে সেটা পরিষ্কার করে জানানো হয়নি। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথম টেস্টের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবেন কোহলি। ২৬ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট শুরু। সেই ম্যাচ কোহলি খেলবেন বলেই জানা গেছে।

গত কয়েক মাস ধরেই জল্পনা, দ্বিতীয় বার সন্তানসম্ভবা বিরাটের স্ত্রী অনুশকা শর্মা। শোনা গিয়েছিল, বিশ্বকাপের পরেই নাকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন বিরুষ্কা। তা আর হয়নি। ভারত বিশ্বকাপ হারার পর বিরাটকে তেমন ভাবে দেখা যায়নি। ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন তিনি। তবে ১৯ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন অনুষ্কা। সেই ভিডিয়ো দেখেই অনুরাগীদের ধারণা, ইঙ্গিতে হলেও নিজের দ্বিতীয় বার মা হওয়ার জল্পনায় সিলমোহর দিয়েই দিলেন নায়িকা। বিরাট সেই কারণেই দেশে ফিরেছেন কি না তা অবশ্য জানা যায়নি।

## ভারত সিরিজ শেষে অবসরে যাচ্ছেন এলগার

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** নতুন মৌসুমের শুরুতেই ক্যারিয়ার শেষের বার্তা জানিয়ে দিলেন ডিন এলগার। ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর যাবেন ৩৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। সেঞ্চুরিয়নে আগামী মঙ্গলবার বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে তার শেষের শুরু। পথচলা একেবারে থেমে যাবে নিউ ইয়ার টেস্টে কেপটাউনে।

সাম্প্রতিক সময়ে এলগার নিজের সেরা চেহারায় নেই। সবশেষ ১৬ ইনিংসে তার ফিফটি কেবল একটি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্তবতায় ওপেনিংয়ে তার বিকল্পও খুব বেশি নেই। তবে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট কোচ শুক্রি কনরাডের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় নেই এলগার। আগামী বছর এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলতেও দেখা যেতে পারে এই ব্যাটসম্যানকে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় না থাকলেও এই মৌসুমে তাকে হয়তো বেশ ভালোভাবেই দরকার ছিল দলের। বিশেষ করে, ভারতের বিপক্ষে সিরিজের পর নিউ জিল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের সময়। এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের কারণে ওই সফরে মূল দলের বেশ কজনকে পাবে না দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে এলগারের অভিজ্ঞতা দরকার হতে পারত দলের। নিয়মিত অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও সেই সফরে থাকবেন না বলে এলগারকে অধিনায়কত্ব করার অনুরোধও করা হতো হয়তো।

কিন্তু নিজেকে সেই পর্যন্ত টেনে নিলেন না তিনি। বিদায়ের ঘোষণা দেওয়া বিবৃতিতে এই বাঁহাতি ওপেনার বলেন, প্রিয় আঙিনায় শেষ করতে পেরে তিনি আপ্লুত। এলগার বলেন, ক্রিকেট নামক খেলাটা খেলতে পারা ছিল আমার স্বপ্ন, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করতে পারা ছিল সর্বোচ্চ। ১২ বছর ধরে এটা করতে পারা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। অবিশ্বাস্য এই পথচলায় ছুটতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। কেপ টাউন টেস্টই হবে আবার শেষ। গোটা বিশ্বে আমার সবচেয়ে প্রিয় স্টেডিয়াম এটি। এখানেই প্রথম টেস্ট রান করেছিলাম এবং আশা করছি, শেষ রানও করব।

প্রথম রান কেপ টাউনে করলেও তার অভিষেক পার্থে। ২০১২ সালের নভেম্বরে সেই টেস্টে 'পেয়ার' পান তিনি। দুই ইনিংসেই শূন্য রানে ফেরেন মিচেল জনসনের বলে। পরে দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে রানের দেখা পেলেও আউট হন ২১ রানে। পরের টেস্টেই অবশ্য দেখা পান সেঞ্চুরির।

শতরানটি করেছিলেন সাত নম্বরে খেলে। তখন তিনি ছয়-সাতেই খেলানো হতো দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলে। ওপেন করার সুযোগ পান অষ্টম টেস্টে। প্রথমবার ওপেন করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮৩ রানের ইনিংস খেলেন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। গত ১০ বছরে তিনিই ছিলেন ওপেনিংয়ে দলের বড় ভরসা।

এখনও পর্যন্ত ৮৪ টেস্ট খেলে ১৩ সেঞ্চুরিতে তার রান ৫ হাজার ১৪৬, ব্যাটিং গড় ৩৭.২৮। ওপেনিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে চতুর্থ সর্বোচ্চ রান (৪৯২০) ও সেঞ্চুরি (১২) তার। সীমিত ওভারের ক্রিকেটের উপযোগী তাকে কখনই সেভাবে মনে করা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৮ ওয়ানডে খেলে ফিফটি করতে পারেননি। টি-টোয়েন্টিতে সুযোগ পাননি।

২০১৭ সালে টেস্টে তিনি প্রথমবার নেতৃত্ব দেওয়ার স্বাদ পান তখনকার অধিনায়ক ফাফ দু প্লেসি ছুটিতে থাকায়। ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে ২০১৯ সালেও দুটি টেস্টে নেতৃত্ব দেন। পরে ২০২১ সালে তাকে নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক করা হয়। তার নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজে সিরিজ জয় করে দক্ষিণ আফ্রিকা, দেশের মাঠে হারায় ভারতকে, সিরিজ ড্র করে নিউ জিল্যান্ডে।

তবে তার নিজের ব্যাটিং ফর্ম পড়তে থাকে এই সময়ে। অধিনায়কত্বের ১৭ টেস্টে তার কোনো সেঞ্চুরি নেই। ব্যাটিং গড় ২৬.৮৭। এই ১৭ টেস্টে দল জিতেছে ৯টিতে, হেরেছে ৭টিতে। গত ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচিং স্টাফে রদবদলের সময় টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকেও এলগারকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় বাভুমাকে।

সেই সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্তে এলগার অসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই শোনা যায় তখন। ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ভাবছেন বলেও জানা গিয়েছিল তখন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মার্চে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এবার সবকিছুর ইতি টেনেই দিলেন।

## আলভারেসের নৈপুণ্যে ক্লাব

# বিশ্বকাপ শিরোপা জয় ম্যান সিটির

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার দুই চ্যাম্পিয়ন দলের লড়াই জমল না একদমই। প্রথমবারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে এসে বাজিমাত করল পেপ গার্দিওলার দল। হুলিয়ান আলভারেসের নৈপুণ্যে ফ্লুমিনেন্সকে অনায়াসে হারিয়ে জিতল শিরোপা।

সৌদি আরবে ২২ ডিসেম্বর রাতের ফাইনালে ৪-০ গোলে জিতেছে সিটি। শুরু ও শেষ গোলটি করেছেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার আলভারেস। ফিল ফোডেনের করা তৃতীয় গোলে ছিল তার অবদান। অন্য গোলটি ছিল নিনোর আত্মঘাতী।

লাতিন আমেরিকার চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে একটা চক্র পূরণ করলেন গুয়ার্দিওলা। সিটির হয়ে জিতলেন সম্ভাব্য সব শিরোপা। ইতিহাসের প্রথম কোচ হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপ জিতলেন চারবার। অভিজ্ঞ ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলত্তি জিতেছেন তিনবার। ফ্লুমিনেন্সকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের চতুর্থ দল হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল সিটি। এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি ও লিভারপুলের।

আলভারেসের চমৎকার ফিনিশিংয়ে দারুণ শুরু পায় সিটি। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় প্রথম মিনিটেই! ২৭তম মিনিটে নিনোর আত্মঘাতী গোল দ্বিগুণ হয় অবদান। আলভারেসের কাছ থেকে বল পেয়ে ৭২তম মিনিটে স্কোর লাইন ৩-০ করে ফেলেন ফোডেন। একপেশে ম্যাচের শেষটায় ব্যবধান আরও বাড়ান আলভারেস। ৮৮তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেন তিনি।

গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে এফএ কাপ শিরোপা জিতেছিল সিটি। এই মৌসুমে উয়েফা সুপার কাপের সঙ্গে জিতল ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০২৩ সালে দলটির ঘরে গেল ৫ শিরোপা!

## আঙুলের চোটে

# দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষ রুতুরাজের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** জরুরি পারিবারিক প্রয়োজনে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরছেন ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। আঙুলের চোটে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন ওপেনার ব্যাটসম্যান রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআইয়ের সূত্রের বরাত দিয়ে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ-এর শুক্রবারের (২২ ডিসেম্বর) প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়ানডে সিরিজে পাওয়া আঙুলের চোট থেকে এখনও সেরে উঠতে পারেননি রুতুরাজ। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারকে দল থেকে ছেড়ে দিয়েছে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

টেস্ট সিরিজে খেলার জন্য কদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়াল দেন কোহলি। কিন্তু জরুরি পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে ফিরে আসতে হচ্ছে তাকে। নির্দিষ্ট কারণ যদিও জানা যায়নি। তবে বিসিসিআইয়ের সূত্র বলেছে, প্রথম টেস্টের আগেই জোহান্সবার্গে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। সেঞ্চুরিয়নে আগামী মঙ্গলবার শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

প্রিটোরিয়ায় ভারতের নিজেদের মধ্যে চলমান তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে না খেলতে টিম ম্যানেজমেন্ট ও বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিন দিন আগে মুম্বাই ছাড়েন কোহলি। শুক্রবার তিনি দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় আঙুলে চোট পাওয়া রুতুরাজের শনিবারের মধ্যে দেশে ফেরার কথা।

## আইপিএলে কামিন্সের

# চওড়া দাম মানতে পারছেন না গিলেস্পি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আইপিএলের আগামী আসরের জন্য ডাকা নিলামে দামের সকল ভেঙে ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। যদিও তার রেকর্ড বেশিক্ষণ টেকেনি। কামিন্সের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে আরেক অসি পেসার মিচেল স্টার্ক আইপিএলে দামের নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন কয়েক ঘণ্টা পরেই।

এবারের আইপিএলের নিলামে কামিন্সকে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে কিনে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আর স্টার্ককে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর আগে এত দামে কোনো ক্রিকেটারকে কেনেনি ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।

তবে কামিন্সকে কেন এত দামে কিনেছে হায়দরাবাদ, তার কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছেন না অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার জেসন গিলেস্পি। তিনি মনে করেন, টি-টোয়েন্টি কামিন্সের শক্তিশালী ফরম্যাট নয়। তার কারণেই মিচেল স্টার্কের রেকর্ড গড়া দাম উঠেছে।

সেন রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গিলেস্পি বলেন, 'প্যাট সন্দেহাতীত ভাবেই একজন ভালো মানের বোলার এবং একজন ভালো অধিনায়ক। আমরা সেটি দেখেছি। যাই হোক, আমি মনে করি না যে, টি-টোয়েন্টি তার সেরা ফরম্যাট। আমার মতে, সে একজন টেস্ট বোলার এবং টেস্ট ক্রিকেটেই সে ভালো খেলে।'

গিলেস্পি আরও বলেন, 'টি-টোয়েন্টিতে সে একজন ভালো বোলার; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দামটা বেশি হয়ে গেছে।'

তবে এবারই যে কামিন্সের দাম এত বেশি উঠেছে, বিষয়টি মোটেই এমন নয়। এর আগে ২০২০ সালের আসরে ১৫ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে বিক্রি হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলেছিলেন। অপরদিকে ৮ বছর পর আইপিএলের আসরে খেলতে এসেছেন স্টার্ক।

## ভিনদেশিদের দাম নিয়ে সমালোচনা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আইপিএলের নিলামে এবার চমক দেখান দুই অসি তারকা মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্স। এই দু'জনকে কিনতে রীতিমতো কোষাগার খালি করে ফেলে দুই দল। যার মধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স স্টার্কের জন্য খরচ করে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি। আর সানরাইজার্স হায়দরাবাদ প্যাট কামিন্সকে কিনতে গুনেছে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে এবার ৭২ জন খেলোয়াড় কিনেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। যার মধ্যে ৪২ জন ভারতীয় খেলোয়াড়ের জন্য খরচা হয়েছে ৭৯ কোটি ৭৫ লাখ রুপি। অন্যদিকে ৩০ জন ভিনদেশি খেলোয়াড়কে দলে ভেড়াতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ১৫১ কোটি রুপি ব্যয় করে, যা নিয়ে রীতিমতো হইচই।

সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলছেন, স্টার্ক ও কামিন্সকে এত দামে কেনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তিনি জাসপ্রিত বুমরাহর দাম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন, 'মিচেল স্টার্ক যদি ১৪টি ম্যাচ খেলেন এবং তাঁর চার ওভারের পুরো কোটা বোলিং করেন, প্রতিটি বলের খরচ হবে ৭ লাখ ৬০ হাজার রুপি! আশ্চর্যজনক! কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন বিশ্বের সেরা বোলার কে? আইপিএলের সেরা বোলার কে? তাঁর নাম জাসপ্রিত বুমরাহ। তিনি পান ১২ কোটি এবং স্টার্ক পান প্রায় ২৫ কোটি। এটা ভুল। আমি কারও টাকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করি না। আমি চাই, সবাই অনেক বেতন পাক, কিন্তু এটা কেমন হয়?'

যদিও ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসও বলছে, প্রতিটি আসরে ভিনদেশিদের দামটাই বেশি ধরে তারা। সবচেয়ে বেশি দামের দিকটা দেখলে এবারসহ মোট ১২ বারের মধ্যে কেবল চারবার কোনো ভারতীয় সবচেয়ে বেশি দামি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যার মধ্যে ২০২২ সালে ঈশান কিষান, ২০১৯ সালে বরুণ চক্রবর্তী আর ২০১৪ ও ২০১৫ আসরে টানা দু'বার যুবরাজ সিং সবচেয়ে দামি আসনটা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তবে ভারতীয় তারকাদের দামটা কম হওয়ার পেছনে নিলামকে দায়ী করছেন আকাশ চোপড়া। তাঁর মতে, এমনটা হলে বুমরাহ কিংবা কোহলিরা যদি বলেন, তারা নিলামে যেতে চান। তখন তো এত কমে তাদের রাখা যাবে না। পাশাপাশি স্টার্কের এত দাম দেখে কোহলির জন্য আরও চড়া দাম আশা করেছেন চোপড়া, 'এটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। একজনকে এত কম আর অন্যকে এত বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে কীভাবে? আনুগত্যই রয়্যালিটি। আগামীকাল যদি বুমরাহ মুম্বাইকে বলে 'দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন এবং আমি নিলামে আমার নাম রাখব।'

অথবা যদি কোহলি বেঙ্গালুরুর কাছেও একই দাবি করেন - তাদের দাম বাড়বে, তাই না? এবং এটি কীভাবে হওয়া উচিত? যদি এই নিলাম বাজার সিদ্ধান্ত নেয়, স্টার্কের দাম ২৫ কোটি, তাহলে এটিও সিদ্ধান্ত নেবে যে কোহলির মূল্য ৪২ কোটি বা বুমরাহ ৩৫ কোটি। যদি তা না হয়, তাহলে সমস্যা আছে।'

## অবসরে গিয়ে যা করবেন ধোনি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** কয়েক মাস পরেই উঠবে আইপিএলের পর্দা। অনেকেই মনে করছেন, মাহেন্দ্র সিংহ ধোনির এই মৌসুম শেষেই নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন। তাই অবসরের পরের সময়টা কীভাবে কাটাবেন ধোনি? সেই প্রশ্নও উঠছে ঘুরে ফিরে। এই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েছেন দুই বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে ধোনিকে অবসর পরবর্তী জীবন নিয়ে উত্তর দিতে শোনা যায়। ধোনি বলেছেন, 'আমি এখনও ওটা নিয়ে চিন্তা করিনি। এখনও ক্রিকেট খেলছি। আইপিএলে সক্রিয় ভাবে অংশ নিচ্ছি। ক্রিকেটের পর কিসে মন বসে সেটা নিয়ে এখনও ভাবিনি। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরও বেশি করে সময় কাটাতে চাই। গত কয়েক বছরে সেই সুযোগ খুব বেশি পাইনি।'

সেনাবাহিনীর সঙ্গে অতীতে বেশ কয়েক বার সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে তাকে। সেই ছবিও ভাইরাল হয়েছে বেশ কয়েক বার। তবে ধোনি অবসর নিলে চেন্নাইয়ের নেতা কে হবেন সেই নিয়ে এখনও জল্পনা চলছে। নিলামের পরে চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এই প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ওধোনির পরে আগামী ১০ বছরের জন্য নেতা ভাবা রয়েছে আমাদের। আমরা জানি এটা নিয়ে প্রশ্ন আসবে। কিন্তু ধোনিকে দেখে যা বুঝেছি, ক্রিকেট নিয়ে ও আগের মতোই আগ্রহী। দল এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি আবেগ আগের মতোই রয়েছে। তার পরে কী হতে পারে সেই পরিকল্পনাও ভাবা রয়েছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR